করবিস ইমেজেস

বাঘ দেখতে গিয়ে আমি...

বাঘ দেখতে আমাদের কী দারুণ ভিড়। ফলে বাঘের স্বাভাবিক জীবনচর্চা ব্যাহত হচ্ছে, কিন্তু তাতে কী? সরকারের কোষাগারে কোটি কোটি টাকা তো জোগান যাচ্ছে। বাঘ সংরক্ষণ খাতে। লিখছেন **কৌশিক**

দেশে নাকি বাঘ বাঁচাতে সবাই উদগ্রীব! কিন্তু ভারতে সাম্প্রতিক কালে বাঘ নিয়ে যে সব দুঃসংবাদ পেয়ে থাকি, ঘুম ছাড়িয়ে দেয়। এখন তো অনেক সংরক্ষণবিদও হাল ছেড়ে দিতে বসেছেন। দেশে হু হু করে বেড়ে চলা অর্থনৈতিক মন্দা, জমির জন্য হাহাকার এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তাহীন উন্নতির জন্য বাঘেদের বাসস্থান সংকুচিত হচ্ছে। এত ভয়াবহ ভাবে বাঘের মৃত্যু, বাঘের শেষ হওয়া দেখছি আমরা, তবু কেন কে জানে, কেউ তেমন ভাবে মাথাই ঘামাচ্ছে না। আর ঘামাচ্ছে না বলেই, বাঘের সংখ্যা এখন প্রদীপের আলোর মতো। উপরে উজ্জ্বল নীচে অন্ধকার।

আগে বাঘ সংরক্ষণের কোনও আইন ছিল না। নিয়ম করে বাঘ হত্যা করা ছিল গৌরবের বিষয়। আর বাঘের চামড়া দিয়ে নিজেদের অন্দরমহল সাজানোও ছিল গর্বের। ৭০-এর দশকে সংরক্ষণ আইন এল। আগে বনদপ্তরের কাছে বাঘ সংরক্ষণের জন্য আইন এবং অর্থ ছিল না। কে এম চিন্নাপ্পা, সঞ্জয় দেব রায়দের মতো মানুষেরা বাঘ বাঁচাতে একাই লড়াই চালিয়েছেন। এখন অবশ্য দেশে আইন ও অর্থ দু'টোই আছে। ভারতে চিহ্নিত ৩৯টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৯টির অবস্থা, তাও বলা যেতে পারে মোটের উপর ঠিকঠাক। বাকিগুলোর বেশি ভাগেই বাঘের ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চিত।

বাস্তব হল, বাসস্থানে নিজেদের নিরাপত্তা, খাদ্য ও জলের পর্যাপ্ত জোগান না থাকায় বাঘেরা নতুন এলাকার সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে। এবং এটাই জীবন বিপন্নতার আরও একটা বড়ো কারণ। ২০১০ সালে রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যানে মানুষের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, একটি বাঘকে প্রায় ২০০কিমি দূরে কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যানে আশ্রয় নিতে হয়। শুধু তাই-ই নয়, সাম্প্রতিক কালে তাড়োবা আন্ধেরি জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে একটি বাঘিনি ও তার বাচ্চাদের রেললাইনে কাটা পড়তে হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে বাঘেদের জন্য এখনও প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বর্গ কিমি বাসভূমি অবশিষ্ট রয়েছে। যার প্রায় সবটাই বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো এবং এগুলিকে এক যোগে বাঁধা কিছুতেই সম্ভব নয়। গড়ে একটি বাঘকে বছরে ৫০টি শিকার করতে হয়। এবং জীবদ্দশায় আনুমানিক ৫০০টি ছোট-বড়ো শিকার ধরলে তার খাদ্যের অভাব ঘটে না। ভারতের যে সমস্ত বনাঞ্চলে বাঘেদের প্রাকৃতিক বাসভূমি সেখানে প্রতি বর্গ কিমি-তে ২৫-৩০টি শিকারের সন্ধান মেলা অসম্ভব নয়। তাই সংখ্যার বিচারে ভারতের বনভূমিগুলিতে খাদ্যের অপ্রতুলতা নেই। কিন্তু যদি গৃহপালিত তৃণভোজী প্রাণী এবং চোরাশিকারী অবাধে জঙ্গলে প্রবেশ করে তা হলে প্রাকৃতিক খাদ্য ও নিরাপত্তা কোনওটাই সুরক্ষিত থাকে না। ব্যালেন্সটাই নষ্ট হয়ে যায়।

প্যান্থেরা টাইগ্রিস এমন একটি প্রজাতি যে তিন থেকে চার বছরে প্রজননে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং একটি বাঘিনি তার বাচ্চাকে বড়ো করার জন্য ১৫ থেকে ৩০ বর্গ কিমি এলাকা ব্যবহার করে। একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘিনি দুই থেকে তিন বছর অন্তর তিনটি করে বাচ্চা প্রসব করতে পারে। তবে এর সঙ্গে প্রজননের উপযোগী পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

এ বার আসা যাক বাঘের বাণিজ্যকরণে। ভারতবর্ষই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সর্ববৃহৎ শেষ ঠিকানা। এই 'ব্র্যান্ড টাইগার' অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এত দিন বাঘেদের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়াটাই ছিল সব থেকে বড়ো বিষয়। কিন্তু চোরাশিকারিদের দাপটে বাঘের বিলুপ্তি এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। বাঘ লোভনীয়, কারণ বাঘপিছু আনুমানিক ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি উপার্জন হয়। এই বাণিজ্য এখন বৃহৎ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে কিছু পরিশীলিত চালকদের হাতে যারা আমলা, মন্ত্রী ও নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠেছে। একটি বাঘ মারতে একটি লোহা বা স্টিল ট্র্যাপই যথেষ্ট। যার মূল্য মাত্র ৪০০-৫০০ টাকা। অধিকাংশ হত্যার জন্যেই দায়ী জঙ্গলের অধিবাসী ও স্থানীয়রা। কুখ্যাত চোরাশিকারি সংসার চাঁদ যাকে উত্তরের বীরাপ্পান বলা হয় এবং সাব্বির হাসান কুরেশি মিলে প্রায় হাজারটি বাঘ মেরেছেন। আইনের হাতে বন্দি হয়েও এরা এখন জামিনে মুক্ত।

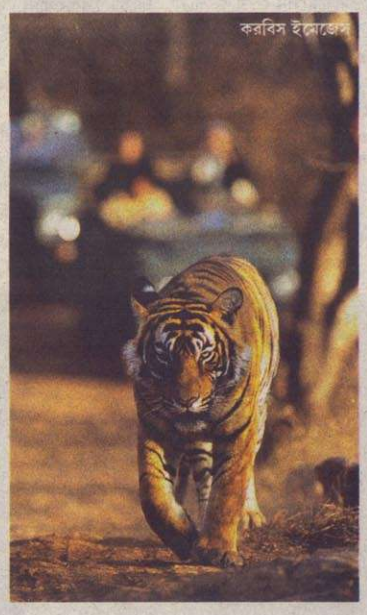

করবিস ইমেজেস

সরকারি ভাবে ভারতে আনুমানিক ১৭০০টি বাঘের জন্য পরিকল্পনা খাতে ১২০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চোরাশিকারিদের মোকাবিলা, বাঘের বাসস্থানের উন্নতি, পরিকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি। তবে এর বেশির ভাগ অর্থই আড়ম্বরে খরচা হয়। জঙ্গলের 'অভিভাবক'রা স্বভাবতই খুশি।

বাঘ নিয়ে পর্যটনে অনেক রাজ্যই অগ্রণী। প্রায় ১ থেকে ১.৫ কোটি পর্যটক প্রতি বছর বাঘ দেখতে জঙ্গলে আসেন। এতে কিছু না হলেও অন্তত ১০,০০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে। প্রত্যেকেই এই বাণিজ্যে সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন। এতে সব শ্রেণির মানুষ (পর্যটন ব্যবসায়ী, রিসর্ট মালিক, গাড়ির চালক, গাইড এমনকী বনকর্মীরা) উপকৃত হচ্ছেন। প্রতি দিন জঙ্গলে ন্যূনতম প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ গাড়ি যাতায়াত করলে প্রভূত অর্থের জোগান হয়। প্রতিটি গাড়িতে ৪ জন থাকলেও প্রায় ৬০০ পর্যটক। সংখ্যাটা নেহাতই কম নয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনে বাঘের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা ব্যাহত হচ্ছে। বাচ্চাকে মা থেকে পৃথক করে দেওয়া, শিকার খেতে সুযোগ না দেওয়া, বিশ্রামে ব্যাঘাত এমনকী সঙ্গমরত বাঘেদের উত্যক্ত করা ইত্যাদি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে তাতে কী? বাঘের স্বাভাবিক জীবনচর্চা ব্যাহত হচ্ছে হোক না। সরকারি কোষাগারে বাঘ বাঁচানোর জন্য অনেক অর্থ জোগান তো হচ্ছে!

বাঘে মানুষে একত্রে থাকলে চোরাশিকারিরাও সুযোগ খোঁজে, তাই বাঘের জন্য চাই পৃথক নিরাপদ আশ্রয়। সারিস্কা জাতীয় উদ্যানের ঘটনার পর কেন্দ্র নিয়োজিত টাইগার টাস্ক ফোর্স-এর রিপোর্ট অনুযায়ী জঙ্গলের অধিবাসীদের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন ছাড়া, নতুন করে পৃথক ও নিরাপদ জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ব্যাঘ্র বনাঞ্চলে রয়েছে এই সব উপজাতিদের বাস। জঙ্গলের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তাতে পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রায় ৭৫০টি এ রকম গ্রাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাঘের বাসস্থানে এবং আনুমানিক ৪৫,০০০ পরিবার এই গ্রামগুলির বাসিন্দা। এখানেও অর্থের রমরমা, কারণ অঙ্কটা নেহাতই কম নয়। তাই বাঘ দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবেই। তবে এই বাণিজ্য বাঘকে ভারতের মাটিতে দীর্ঘজীবী করবে কি না তা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

হয়তো এর পরেও সৎ ও নির্ভীক মানসিকতার অধিকারী কারও হাতে বাঘের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হতে পারে, সেই জন্য কিছু নির্দিষ্ট এবং জরুরি পরিকল্পনা নেওয়া আবশ্যিক। ■